দৈনিক সংবাদ

173

তারিখ 20 OCT 1987
পৃষ্ঠা 1 কলাম 6

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

প্রসঙ্গ ঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রের সংখ্যা ৩০ থেকে ৪০ হাজারের মধ্যে। এদের অধিকাংশের নিবাস গ্রামে। হিসেব করলে দেখা যাবে যে, গড়ে চারটি গ্রাম থেকে একজন মাত্র ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পায়। আমাদের দেশে সাতটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য নির্ধারিত আসন সংখ্যা ৯৬৬০। আটটি মেডিক্যাল কলেজ, একটি দন্ত চিকিৎসা কলেজ। চারটি প্রকৌশল ইনষ্টিটিউট, দু'টি কৃষি কলেজ, একটি বয়ন শিল্প ও একটি চর্ম শিল্প ইনষ্টিটিউটে মোট আসন সংখ্যা ২০৩৫। দারিদ্র্য ও হাজারো প্রতিবন্ধকতা উত্তরিয়ে আজ আমরা যারা সম্মান তথা উচ্চ শিক্ষার লক্ষ্য, যোগ্যতা ও আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে আসতে শুরু করি তাদের এক দশমাংশও উপরিউক্ত উচ্চ শিক্ষালয়গুলোতে ভর্তির সুযোগ পাচ্ছি না। শিক্ষার এ পশ্চাদমুখী অধোগতির কারণে যোগ্যতাসম্পন্ন ছেলেরা আজ পাসকোর্সে ভর্তি হচ্ছে। বর্তমানে ৩৪টি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে নামমাত্র সম্মান কোর্সে পড়বার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কিন্তু এসব কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে শিক্ষকের অপ্রতুলতা, ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরী, ছাত্রাবাস ইত্যাদির সমস্যা মর্মান্তিক। কিন্তু শ্রদ্ধেয় শিক্ষকরা যদি তাদের পেশায় আন্দোলনকে শিক্ষার আন্দোলন-এ উন্নীত করতেন তবে দেশবাসী সে আন্দোলনে যোগ দিতে পেরে কেবল আনন্দিত নয় আশান্বিতও হতে পারত। আশা-আকাংক্ষা অভিলাষ সকল মানুষেরই থাকে। ঠিক তেমনিভাবে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্মান শ্রেণীতে ভর্তি হতে যোগ্যতাসম্পন্ন ছাত্ররা সকলে ইচ্ছুক। ছয়মাস পার হল এখনও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ক' ইউনিটে পুরোপুরি ভর্তি সম্পন্ন হয়নি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন জটিলতার কারণে। পরিশেষে সমস্ত ইউনিটে ১০% সীট বাড়ানোর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধ রইল। তাছাড়া আমরা যারা 'ক' ইউনিটে সাক্ষাৎকারের জন্য উপস্থিত (২২৯৩ পর্যন্ত) হয়েছিলাম তাদের সকলকে ভর্তি করে নেয়া উচিত। কারণ এখন পর্যন্ত কৃষি কলেজ, চর্ম ও বয়ন শিল্প ইনষ্টিটিউট-এ ভর্তি সম্পন্ন হয়নি। সেখানে ভর্তি সম্পন্ন হলে অন্ততঃ একশটি সীট খালি হবে। তাছাড়া পরবর্তী বছরে (১৯৮৮) মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং-এ সুযোগ পাওয়ার কারণে চলে যাওয়া বেশ কিছু ছাত্রের নির্ধারিত সীট শূন্য পড়ে থাকে। তাই ভর্তি সমস্যার মহাসংকটকালে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট নিবেদন আমাদের ভর্তি করে নেয়া হোক।

আবু মোঃ সলিম,
সি-১ মুগদাপাড়া ওয়াপদা,
কোয়ার্টার, ঢাকা।

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে ১০০ টাকার ব্যাংক ড্রাফট প্রসঙ্গে

সম্প্রতি বিভিন্ন উপজেলায় বেশ কিছু সংখ্যক প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষিকা নিয়োগ করা হচ্ছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখ-চর্যের বিষয়, সামান্য ৭০০ টাকার স্কেলে চাকরীর জন্য যার ইন্টারভিউ হবে লিখিত ও মৌখিক একই দিনে (অবশ্য কোথাও কোথাও আলাদা আলাদা দিনে অনুষ্ঠিত হবে) তার জন্য পরীক্ষার ফিস বাবদ ১০০ টাকার ব্যাংক ড্রাফট চাওয়া হচ্ছে। পক্ষান্তরে একমাত্র বি, সি, এস পরীক্ষায় যেখানে ৮০০ মার্কের পরীক্ষা হবে বিভিন্ন দিনে, তার পর আছে মেডিক্যাল পরীক্ষা সেখানে চাওয়া হয় ১০০ টাকার ব্যাংক ড্রাফট। পি, এস, সি হতে অন্যান্য চাকরীর জন্য সর্বোচ্চ ২০ টাকার ব্যাংক ড্রাফট চাওয়া হয়। তাহলে এটা কি আমরা ধরে নিতে পারি না, এও এক ধরনের ব্যবসা ? তবুও বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে কারচুপির অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে ব্যাপকভাবে। অতএব অবিলম্বে এই অবৈধ ব্যবসা বন্ধ করিয়া সর্বোচ্চ বিশ টাকার ব্যাংক ড্রাফট চাওয়া হোক এই দাবী রেখে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সুশান্ত কুমার রায়,
১ম পর্ব, এম, এস-সি (গণিত)
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।